মেহেরপুরে ৩২০ পিস ট্যাপেন্টাডলসহ আটক ১

মেহেরপুর সদর উপজেলার নতুন দরবেশপুর এলাকায় জেলা ট্রাফিক পুলিশ ও বারাদি ক্যাম্প পুলিশের যৌথ অভিযানে ৩২০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ মোঘল আলী (৪২) নামে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে।

বুধবার সকাল ৮টার দিকে নতুন দরবেশপুর এলাকায় জেলা ট্রাফিক পুলিশ ও বারাদি ক্যাম্প পুলিশের একটি দল নিয়মিত চেকপোস্ট বসায়। এ সময় চুয়াডাঙ্গার দিক থেকে আসা সন্দেহভাজন মোঘল আলীর দেহ তল্লাশি করে ৩২০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

আটক মোঘল আলী মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের মৃত তাহাজউদ্দীনের ছেলে।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তা জানান, উদ্ধার করা ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে। মাদকের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

আলমডাঙ্গায় পৃথক মাদকবিরোধী অভিযানে ট্যাপেন্টাডলসহ দুইজন গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গায় পৃথক মাদকবিরোধী অভিযানে ৩৪টি ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। রোববার ও সোমবার গভীর রাতে উপজেলার পারকুলা আবাসন ও গোবিন্দপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার নতুন সুতাইল মাঝেরপাড়া গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে রনক ইসলাম (৩৫) এবং

আলমডাঙ্গা উপজেলার গোবিন্দপুর মসজিদপাড়া গ্রামের মৃত খলিলুর রহমানের ছেলে খায়রুল ইসলাম (৪৭)।

পুলিশ জানায়, আলমডাঙ্গা থানার এসআই কাজী শফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল পারকুলা আবাসন গ্রামের আবাসন বটতলা মোড়ে অভিযান চালায়। এ সময় রনক ইসলামকে ৪টি ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ গ্রেপ্তার করা হয়।

অপরদিকে, সোমবার রাতে এসআই (নিঃ) মো. মনিরুল হক হাওলাদারের নেতৃত্বে পুলিশের আরেকটি দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গোবিন্দপুর এলাকায় অভিযান চালায়। খায়রুল ইসলামের বসতবাড়ির উঠান থেকে তাকে ৩০টি ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ গ্রেপ্তার করা হয়।

এদিকে, দুই অভিযানে উদ্ধার করা ৩৪টি ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট জব্দ তালিকার মাধ্যমে জব্দ করা হয়েছে। গ্রেপ্তার দুজনকে তাৎক্ষণিক বিচারের জন্য সামারি ট্রায়াল কোর্টে পাঠানো হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, “মাদকবিরোধী অভিযান নিয়মিতভাবে চলমান রয়েছে। পৃথক অভিযানে ট্যাপেন্টাডলসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মাদকদ্রব্যের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মাদক নির্মূলে পুলিশের অভিযান অব্যাহত থাকবে।”

আলমডাঙ্গায় ৪০০ পিস ট্যাপেন্টাডলসহ বৃদ্ধ আটক

আলমডাঙ্গায় ৪০০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ দিলীপ কুমার গাঙ্গুলি (৬৫) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত শুক্রবার রাত ১১টার দিকে আলমডাঙ্গা রেলস্টেশন চত্বরে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়।

আলমডাঙ্গা থানার এসআই (নিঃ) মোঃ বাবলু খাঁনের নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্স বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে পৌর এলাকার স্টেশনপাড়ায় মোঃ

মোহনের চায়ের দোকান থেকে দিলীপ কুমার গাঙ্গুলিকে গ্রেপ্তার করে। এ সময় তার কাছ থেকে ৪০০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তিনি কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলার পোড়াদহ গ্রামের অনিল গাঙ্গুলির ছেলে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, সামান্য টাকার বিনিময়ে তিনি এসব মাদক পরিবহনের কাজে যুক্ত হয়েছিলেন।

এ ঘটনায় ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ধারা ৩৬(১) সারণির ২৯(ক) অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

দর্শনায় ইয়াবা, ট্যাপেন্টাডল ও নগদ টাকাসহ গ্রেফতার ২

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানা পুলিশ মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে ৪৫২ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট, ১০০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট, নগদ ৩০ হাজার টাকা ও ৫টি মোবাইল ফোনসহ দুইজনকে গ্রেফতার করেছে।

জানা গেছে, মঙ্গলবার ভোর ৫টার দিকে দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে এ অভিযান চালানো হয়। দর্শনা বাসস্ট্যান্ড টার্মিনালের পাবলিক টয়লেটের সামনের পাকা রাস্তায় এই অভিযান পরিচালিত হয়।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা থানার চৌকস এসআই মাসুদুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে দর্শনা মোহাম্মদপুর এলাকার মৃত আতিয়ার রহমানের ছেলে ও ইয়াবা ব্যবসার মূল হোতা নাজিম উদ্দিন ওরফে জনি ড্রাইভার (৪০) এবং একই এলাকার মৃত নাজিমুদ্দিন খন্দকার রুমির ছেলে মোহাম্মদ আলী ওরফে তানিম (২২)-কে গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃতদের কাছ থেকে ৪৫২ পিস ইয়াবা, ১০০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট, নগদ ৩০ হাজার টাকা এবং ৫টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা

হয়।

এ ঘটনায় দর্শনা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। গতকালই গ্রেফতারকৃত দুই আসামিকে চুয়াডাঙ্গা আদালতে সোপর্দ করেছে পুলিশ।

গাংনীতে ইয়াবা ও ট্যাপেন্টাডলসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় অভিযান চালিয়ে ইয়াবা ও ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। আটক ব্যক্তির নাম সেন্টু (৪০), তিনি গাংনীর বামন্দী চেরাকী পাড়ার মৃত ছবকুল হোসেনের ছেলে।

সেনাবাহিনীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, মঙ্গলবার (২৭ মে) রাত ৮টা ৩০ মিনিটে মেহেরপুর সেনা ক্যাম্পে একটি গোপন সংবাদ আসে যে সেন্টু নামক এক ব্যক্তি ইয়াবার একটি নতুন চালান নিজ বাড়িতে মজুত রেখেছেন।

তথ্য পাওয়ার পরপরই মেহেরপুর আর্মি ক্যাম্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মেজর ফজলে রাব্বির নেতৃত্বে একটি টিম রাত ৯টা ৩০ মিনিট থেকে পরদিন ভোর ২টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত বামন্দী এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযানকালে সেন্টুর বাড়ি থেকে ২৩০ পিস ইয়াবা, ১০২টি ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট এবং ৫টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। পরে আটক সেন্টুকে গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয় এবং তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।